গ্রন্থ-পরিচয়

নজরুল নির্দেশিকা ঃ রফিকুল ইসলাম
প্রকাশনায় ঃ বাঙলা একাডেমী, ঢাকা
প্রকাশকাল ১৯৬৯। মূল্য, দশ টাকা মাত্র
পৃষ্ঠা—৩৮০

যে সব শিল্পী আপন সৃষ্টিকর্ম সম্পর্কে সচেতন তাঁদের মানস-বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা, তাঁদের সৃষ্টি-ধারার গতিপরিবর্তনের কারণনির্দেশ, তাঁদের সামগ্রিক অবদানের যথার্থ মূল্যায়ণ সমালোচকদের পক্ষে সুবিধাজনক। কিন্তু যাঁরা আপন সৃষ্টিকর্ম সম্পর্কে যথার্থ সচেতন নন, তাঁদের শিল্পকর্মের সামগ্রিক মূল্যায়ণে সমালোচকদের বহুমুখী সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। শেক্সপীয়ারের প্রতিভা ও ব্যক্তি-পরিচয় সম্পর্কে সমালোচকদের বিভ্রান্তিকর পরস্পর-বিরোধী সিদ্ধান্ত শুধু বিস্ময়কর নয়, ভয়াবহও বটে। এ রকম জটিলতার অন্যতম কারণ শিল্পীর উদাসীনতা। অথচ রবীন্দ্র-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নির্দেশক যে রবীন্দ্রনাথ নিজেই এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। রবীন্দ্রনাথ সচেতন শিল্পী। তাঁর প্রায় প্রতিটি গল্প, কবিতা, নাটক, উপন্যাস বক্তৃতার স্থান-কাল তিনি নির্দেশ করে গেছেন। প্রতিটি রচনার পেছনে যে পরিবেশ ও মানসিকতা ক্রিয়াশীল ছিল, তার বিস্তারিত বিবরণও তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এতে করে রবীন্দ্র-প্রতিভার উন্মেষ, বিকাশ ও পরিণতি সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা চলে। এবং, পাঠক সমালোচকরা বহুবিধ বিভ্রান্তির হাত থেকে রেহাই পান। যে-সব শিল্পী রচনার সন-তারিখ মানসিকতা উল্লেখনে অনীহ, তাঁদের প্রতিভা-বিকাশের ধারা নির্দেশ যেমন সুকঠিন, তেমনি দুরূহ তাঁদের প্রতিভা সম্পর্কে বিভ্রান্তি-মুক্ত স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। এ রকম সমস্যাসংকুল পরিস্থিতিতে, শিল্পীর সামগ্রিক রচনার গবেষণামূলক রচনাপঞ্জীর গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের 'নজরুল নির্দেশিকা' নজরুলের সামগ্রিক শিল্পপ্রয়াসের রচনাপঞ্জী। এ গ্রন্থে নজরুলের সামগ্রিক শিল্পকর্মের কালানুক্রমিক সূচী দেওয়া হয়েছে। কালানুক্রমিক সূচীর গুরুত্ব এই যে এর দ্বারা নজরুলের মানস বিবর্তনের ইতিহাস

রচনা সম্ভব হবে। নজরুল উদাসীন মানুষ। আপন সৃষ্টিকর্মকে সন-তারিখের সীমায় আবদ্ধ করে রাখা, প্রতিটি সৃজন-মুহূর্তকে চিরস্থায়ী করে রাখা এবং আপন সৃষ্টিকে বিস্মৃতির হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখা তাঁর স্বভাবের মধ্যে ছিলো না। এ জন্য নজরুলের মানস-বিবর্তনের ইতিহাস রচনা করা কষ্টসাধ্য। বস্তুত এ পর্যন্ত যাঁরা নজরুল সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেছেন তাঁদের প্রায় সবাই নজরুলের ব্যক্তি চরিত্রের মোহনীয়তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন, তাঁর মানসবিবর্তনের দিকে আকৃষ্ট হন নি; আর অনেকেই ব্যক্তিগত পরিচয়কে মূলধন করে আত্মপ্রচারের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। নজরুলের কবিকৃতির আলোচনা হয়েছে অত্যল্প। আর যাঁরাও বা আলোচনা করেছেন, তাঁরাও সামগ্রিক রচনা পরিচিতির অভাবে 'অনেক সময় স্মৃতি নির্ভর, তথ্য নিরপেক্ষ ও 'স্বকপোল কল্পিত' সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। 'নজরুল নির্দেশিকা' গবেষকদের আলোচনার পথ সুগম করবে, সন্দেহ নেই। তবে মনে রাখতে হবে 'নজরুল নির্দেশিকা'য় নজরুলের রচনার প্রকৃত সন-তারিখ নেই, প্রকাশের সন-তারিখ আছে মাত্র। প্রকাশ-কাল ধরে মানস বিবর্তনের ইতিহাস রচনা করতে গেলে কিঞ্চিৎ ত্রুটি থাকা অসম্ভব নয়। এ ত্রুটি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব, যদি জীবন পঞ্জীর সঙ্গে প্রকাশ-কালের সমান্তরাল আলোচনা না করে, কৌণিক আলোচনা করা হয়। এ ক্ষেত্রে পঞ্জীকারেরও কিছুটা করণীয় ছিলো। সম্ভাব্য রচনা-কালের হদিস দেওয়া তাঁর পক্ষে অনাবশ্যক ছিলো না। কারণ 'নজরুল নির্দেশিকা' সাধারণ তালিকা-গ্রন্থ নয়, গবেষণা-মূলক রচনাপঞ্জী।

'নজরুল নির্দেশিকা'য় যে বর্ণানুক্রমিক সূচী দেওয়া হয়েছে সেটা নজরুল রচনার অভিধানের প্রয়োজন মেটাবে। এ সূচীতে গান, কবিতা, প্রবন্ধ ও আলোচনা, গল্প, নাটক-নাটিকা ও উপন্যাসের ক্রম অনুসৃত হয়েছে।

'নজরুল নির্দে'শিকা'র ভূমিকায় পঞ্জীকার বলেছেন "পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত নজরুল রচনার তালিকা, প্রকাশের বাংলা ও ইংরেজী বৎসর ও মাস এবং পত্রিকার সংখ্যা ধরে 'নজরুল নির্দেশিকা'য় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। একই তালিকায় প্রকাশের তারিখ অনুসারে গ্রন্থসমূহের প্রথম সংস্করণের সূচীও দেওয়া হয়েছে। এই তালিকা থেকে নজরুল রচনার ক্রমবিকাশের কালানুক্রমিক বিবর্তন ধারার পরিচয় পাওয়া যাবে। বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত রচনাগুলি প্রথম কোন্ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল এ তালিকা থেকে তাও জানা যেতে পারে। পরিশেষে নজরুল ইসলামের বিভিন্ন

রচনার একটি বর্ণানুক্রমিক সূচী দেওয়া হয়েছে, এ সূচী থেকে নজরুলের কোন্‌ গান, কোন্‌ পত্রিকা, স্বরলিপি বা রেকর্ডে এবং বিভিন্ন কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, নাটক, উপন্যাস কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় তা জানা যাবে। শেষে নজরুলের গ্রন্থ ও জীবন পঞ্জীও রয়েছে।' যে জিনিসটি এর মধ্যে নেই তা হচ্ছে নজরুল রচনার সম্ভাব্য বা সঠিক নির্ণীত সন তারিখ। নজরুল সম্পর্কিত আলোচনার কালানুক্রমিক সূচীর অনাবশ্যক মুদ্রণ-বিলাস পরিত্যাগ করলে পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি না করেও এ তালিকা দেওয়া সম্ভব হতো। 'নজরুল নির্দেশিকা'র মতো গ্রন্থে এ রকম তালিকা বাহুল্য বলে বিবেচিত হতো না।

'নজরুল নির্দেশিকা' প্রকাশের ফলে গবেষকদের কাজ যে বহুল পরিমাণে সহজতর হয়েছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সাধারণ পাঠকেরাও এ গ্রন্থ থেকে নজরুল সম্পর্কে বহু তথ্য জানতে পারবে। পঞ্জীকার নজরুল রচনার যে তালিকা দিয়েছেন তা নিম্নরূপ ঃ

গান	অন্ততঃ	২৫০০ টি
কবিতা	প্রায়	৮০০ টি
প্রবন্ধ ও আলোচনা	প্রায়	১০০ টি
গল্প		১৮ টি
নাটক, নাটিকা, গীতিবিচিত্রা	প্রায়	২৫ টি
উপন্যাস		৩ টি
নজরুল রচিত গ্রন্থ সংখ্যা		৫৫ টি

তিনি আরো দেখিয়েছেন—নজরুলের সাহিত্য চর্চার কাল ১৩২৬ সাল থেকে ১৩৪৯ সাল (১৯১৯—১৯৪২ইং) এই ২৩ বছর। এর প্রথম দশ বছর প্রধানত কবিতা এবং শেষ তেরো বছর প্রধানত গান রচিত হয়েছে।

সুস্থাবস্থায় নজরুলের রচনা পঞ্চাশাধিক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের 'নজরুল নির্দেশিকা'র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ এর গানের তালিকা। এত গানের হদিস সম্ভবত এ পর্যন্ত আর কেউ দিতে পারেন নি। তবে এ তালিকাও চূড়ান্ত নয়। কারণ নজরুলের বহু গান নানা কারণে

অজ্ঞাত থাকা অসম্ভব নয়। সম্প্রতি বাংলা উন্নয়ন বোর্ডে নজরুলের গানের একটি পাণ্ডুলিপি দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। এতে শতাধিক গান আছে। এর অনেক গুলো গান গানের মালা, গীত শতদল, ছায়াবীথি ইত্যাদি গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এ পাণ্ডুলিপির কোনো কোনো গান আমরা 'নজরুল নির্দেশিকা'র বর্ণানুক্রমিক স্থচীতে পাইনি। 'নজরুল নির্দেশিকা'র পরবর্তী সংস্করণে, আশা করি, এগুলো সংযোজিত হবে।

রচনাপঞ্জীর মতো শ্রমসাধ্য কাজে ছোটো খাটো ক্রটি বিচ্যুতি থাকা অস্বাভাবিক নয়। 'নজরুল নির্দেশিকা'য়ও এ রকম ক্রটি বিচ্যুতি আছে। কালানুক্রমিক ও বর্ণনানুক্রমিক স্থচী এক সঙ্গে থাকায় পুনরাবৃত্তিও নজরে পড়ে। এ সব ক্রটি অনিবার্য।

এ সব সত্বেও 'নজরুল নির্দেশিকা' নজরুল-গবেষণার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে সহায়তা করবে। পূর্ব-বাঙলায় সাহিত্যিকরচনাপঞ্জী রচনারও পথনির্দেশ করবে।

মনস্থর মুসা